যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

SEP 1 2002

আটাশ সেপ্টেম্বর ঢাবি খুলতে পারে : আজ সিন্ডিকেটের জরুরি সভা

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে পারে। এর আগে সবক'টি আবাসিক হল খুলে দেয়া হতে পারে। গতকাল রাতে উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষক সংগঠন 'সাদা দলের' এক অনির্ধারিত সভায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দারকে এ পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সভায় আজ

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৪

ঢাবি : সিন্ডিকেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিকাল ৫টায় উপাচার্যের কার্যালয় সংলগ্ন শিক্ষক লাউঞ্জে অনুষ্ঠিতব্য সিন্ডিকেটের জরুরি সভায় সাদা দলের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। এদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন 'নীল দল'ও গতকাল রাতে জরুরি বৈঠকে বসে সিন্ডিকেটে তাদের কর্মকৌশল কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে আজ বিকালে অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেটের জরুরি সভার সময়ে শিক্ষক সমিতিও জরুরি সভা আহ্বান করেছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডা হতে পারে বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। অন্যদিকে দু'দিন অবরুদ্ধ থাকার পর ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পথগুলো থেকে পুলিশি কর্ডন তুলে নেয়া হয়েছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট খুলে দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার নিন্দা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আতংকমুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ও বুয়েটের আইয়ুবীয় অধ্যাদেশ বাতিল করে গণতান্ত্রিক আইন জারি করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। বিবৃতিদাতারা হলেন– অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আজিজুন্নাহার ইসলাম, ড. একেএম সালাউদ্দিন, কেএম সা'দ উদ্দিন, অধ্যাপক একে মনওয়ার উদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক গোলাম রহমান, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক হাশেম খান, শিশির ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান প্রমুখ।